Financial support for this booklet:
The World Lung Foundation/ International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, under the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use

WBB Trust Work for a Better Bangladesh
House # 49, Road #- 4/A, Dhanmondi, Dhaka- 1209, Bangladesh
Phone : 9669781, 8629273, 8620458 Fax : 880-8629271
info@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

তামাক চাষ এবং দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা

ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট

দি ইউনিয়ন

তামাক চাষ
এবং দরিদ্রতা
বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা

প্রতিবেদন
সাইফুদ্দিন আহমেদ
সৈয়দ মাহবুবুল আলম
সৈয়দা অনন্যা রহমান

ইংরেজী প্রতিবেদন
দেবরা ইফরইমসন
ফেরদৌসী নাহার

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

মুদ্রণ
আইমেক্স ট্রেড

প্রকাশনা
ডাব্লিবিবি ট্রাস্ট
প্রথম সংস্করণ - মে- ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ - এপ্রিল-২০০৯

সূচি

১	প্রেক্ষাপট	৭
২	গবেষনা পদ্ধতি	৯
৩	বাংলাদেশে তামাক চাষ	৯
৪	তামাক চাষ এবং সব্জী চাষ ব্যবস্থাপনা	১১
৫	তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বর্হিভূত তামাক চাষী	১১
৬	তামাক চাষ এবং মজুরী	১৪
৭	কৃষক এবং কারখানার শ্রমিকের পার্থক্য	১৭
৮	তামাক চাষে ঋণ ব্যবস্থা	১৭
৯	তামাকপাতা বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	২২
১০	তামাক চাষের সাথে সম্পৃক্তদের স্বাস্থ্যের অবস্থা	২৪
১১	তামাক চাষ এবং পরিবেশ	২৬
১২	বিকল্প ফসল উৎপাদনের সমস্যা এবং সম্ভাবনা	২৮
১৩	বিকল্প ফসল উৎপাদনে সম্ভাবনা এবং সুপারিশ	৩১
১৪	বিকল্প চাষের উৎসাহ সৃষ্টিতে কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ভূমিকা	৩৩
১৫	তামাক চাষ এবং পুষ্টি সমস্যা	৩৪
১৬	বিকল্প ফসল উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি	৩৭
১৭	সুপারিশ	৪৩
১৮	তথ্যসূত্র	৪৬

গবেষকদল

সাইফুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সৈয়দা অনন্যা রহমান
হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, আমিনুল ইসলাম রিপন, আমিনুল ইসলাম সুজন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞার সাথে স্মরণ করছি। কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্র, খামার বাড়ী এনসিসি ব্যাংক-ঢাকা, ঠিকানা মানব কল্যাণ সংস্থা, সুরাঙ্গন, ওআরডি, সুবাহ সংস্থা-মেহেরপুর, র‍্যাক-শৈলকুপা, প্রভা,পদ্মা-ঝিনাইদহ, স্যাক-মানিকগঞ্জ, পালস, একলাব-কক্সবাজার, দোয়েল এগ্রো ইন্ড্রাষ্ট্রি, দেবী চৌধুরানী, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা-রংপুর, আলো, লতা সংস্থা, সাফ, দ্বীপ, কেআরডিও সংস্থা-কুষ্টিয়া, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, আলোর ছোঁয়া-চুয়াডাঙ্গা, এসআরডিএস- পংগাচড়া, পাসডো-লামা এবং একতা মহিলা সমিতি- আলীকদম, এ সকল সংগঠন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়াও আজিজুল হক রানু, রেজাউল ইসলাম, তামজিদুল ইসলাম মুক্তি, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, আবু তালেব, শহীদুল ইসলাম বাবু, মাজেদুল হক মানিক, আমজাদ হোসেন, আবু হোসেন, রেজা সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় কৃষকদের কাছাকাছি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা এলাকার তথ্য প্রদানকারী প্রতিটি কৃষকদের। যারা তাদের কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে, তুলে ধরছেন তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও সুবিধাগুলো। অদুত রহমান ইমন, ইয়াহিয়া বিনতে ইভা, ফয়সাল আহমেদ, রিজিয়া খন্দকার, জিয়াউর রহমান লিটু, সাগর দাস, বাপ্পী সাহা, মাহমুদুল হাসান এবং শাহ জামালের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে তথ্য সংকলন, কম্পোজ, ডিজাইনের মাধ্যমে এ প্রকাশনা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

আগে নীল চাষ করা হতো জোর করে এখন তামাক চাষ করা হয় কৌশল দিয়ে

প্রেক্ষাপট:

তামাক ব্যবহার বিশ্বে রোগ ও অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বিগত কয়েক বছর যাবত তামাক ব্যবহার দারিদ্রতা সাথে সম্পৃক্ততা ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে Hungry for Tobacco: An analysis of the economic impact of tobacco on the poor in Bangladesh নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ গবেষণায় দেখানো হয় দরিদ্র জনগন তামাকের পিছনে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে তার ৭০ শতাংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করলে ১০.৫ মিলিয়ন শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা সম্ভব। পাশাপাশি পুষ্টির অভাবে প্রতিদিন যে ৩৫০ জন শিশু মারা যায় তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৪ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে তামাক ও দারিদ্রতাকে গ্রহণ করে।

তামাক এর সাথে দারিদ্রতার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই দরিদ্ররা বেশী তামাক ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের আয়ের একটি বড় অংশ তামাক ক্রয়ের পিছনে ব্যয় হয়। তামাক ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করার ফলে দরিদ্র জনগণ অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারেনা। এছাড়া তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুবই দরিদ্র এবং খুবই অল্প টাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়।

বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষিত তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে। সমন্বিতভাবে আইন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি তামাকের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা যুবক ও দরিদ্রদের তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই একই সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিগত দিনে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এফসিটিসি র‍্যাটিফাই, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে তামাক ব্যবহার হ্রাসের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে মূলত এ ধরনের নীতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। আইন ও নীতিগত এ ধরনের পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বহুলাংশে জোরদার হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি চাষীদের স্বাস্থ্য, জমির উর্ব্বরতা হ্রাস, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

তামাক চাষের পরিবর্তে বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা বরাবরই সরকারের নিকট আহ্বান জানিয়ে আসছে। আশার কথা হচ্ছে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন এবং বাংলাদেশ সরকার এর তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমরা আশা করি সরকার আগামী দিনে তামাক চাষের বিকল্প অন্যান্য ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তামাক কোম্পানিগুলো তামাক চাষকে আর্থিকভাবে সুবিধাজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকারের তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে থাকে। কিন্তু গবেষণার আলোকে বারবার প্রতীয়মান হয়েছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় তামাক চাষকে উৎসাহিত করা স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যে কোন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে, গৃহিত নীতি যেন অন্যান্য নীতিসমূহের বিরোধী না হয় তা বিবেচনা করা জরুরী।

এ প্রতিবেদনে বিগত দিনে তামাক চাষের উপর বিভিন্ন গবেষণা, মাঠ পর্যায়ে বর্তমান ও পুরাতন তামাক ও সবজি চাষী, কৃষি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী, মিডিয়া কর্মী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তামাক চাষের সমস্যা এবং বিকল্প চাষে চাষীদের সহযোগিতা প্রদানে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার অধিকাংশ তথ্য ২০০৭ সালে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার সময় বান্দরবনের লামা ও আলীকদম, কক্সবাজার, রংপুরের গংগাচরা, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, মেহেরপুরের গাংনী, ভোমরদহ ও সাহারবাটি, ঝিনাইদহের শৈলকুপাসহ বিভিন্ন এলাকা পরির্দশন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষকগণ সরাসরি তামাক চাষ ও সবজি চাষের এলাকা পরিদর্শন করে চাষীদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশে তামাক চাষ

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে (টেবিল-১) তামাক চাষ কমে আসছে। ১৯৯০-৯১ সালে মোট চাষাবাদ যোগ্য জমির ০.৪৭ শতাংশ জমিতে তামাক চাষ হলেও ২০০২-০৩ সালে এর পরিমাণ কমে দাড়ায় ০.৩৮ একরে। সামগ্রিকভাবে তামাক চাষ হ্রাস পেলেও দেশের কয়েকটি এলাকায় তামাক

চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বান্দরবনে প্রায় ৩০০ একর জমিতে তামাক চাষ করা হতো। ২০০২-২০০৩ সালে ঐ এলাকায় তামাক চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮১০ একরে দাড়ায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৬০০ শতাংশ। একই সময় কুষ্টিয়া এলাকায় তামাক চাষ ১৩,২০০ থেকে ২০ হাজার একরে দাড়ায়। অপর দিকে রংপুর এলাকায় প্রায় ৪৮,০০০ হাজার একর জমিতে তামাক চাষ হয়।[২]

টেবিল-১ বাংলাদেশে তামাক চাষ

বছর	চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা	কুষ্টিয়া	রংপুর	বাংলাদেশ	সমগ্র দেশের চাষাবাদযোগ্য জমির অংশ
১৯৯০-৯১	১,৬২০	৯,৯৫০	৫৫,১৩৫	৯৩,৯৫০	০.৪৭
১৯৯৫-৯৬	১,০৮০	১৩,২০০	৬৪,৩০০	৮৯,৫২৫	০.৪৬
২০০০-০১	২,৬৪০	১৭,০০০	৪৮,২০০	৭৩,৮৭০	০.৩৭
২০০২-০৩	২,৭০০	২০,৪২৫	৪৭,৮৮৫	৭৬,১১০	০.৩৮

Source: BBS (2003)

বিশ্বের অন্যান্য স্বল্প আয়ের দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দারিদ্রতা এবং অপুষ্টি একটি বড় সমস্যা। পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশে ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ১৩২ মিলিয়ন লোক বাস করে। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে জমির উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি এদেশের একটি অন্যতম বড় সমস্যা। জনসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমান কম থাকায় খাদ্য ঘাটতি পুরণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

খাদ্য শষ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশের কৃষকরা মূলত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির বিরুপ প্রভাবসহ নানাবিধি কারণে যে পরিমান ফসল উৎপাদন হবার কথা সে পরিমান প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ভূমিহীন অথবা তাদের জমির পরিমাণ খুবই কম। ফলে কৃষকরা যে পরিমান পরিশ্রম করে সে অনুপাতে লাভবান হয় না। আমাদের দেশে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের অধিকাংশই চাল। অন্যান্য খাদ্য শষ্যের উৎপাদন স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে অথবা হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় জনপ্রতি ৪৪০ ডলার। খাদ্য ক্রয় ক্ষমতার বিবেচনায় দেখা যায় প্রায় ৪০ শতাংশের বেশী লোক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং প্রতিদিন তাদের খাদ্য ঘাটতি থাকে ২১২২ ক্যালরী। মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৫ মিলিয়ন মানুষ চরম দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে (মাথাপিছু প্রতিদিন ১৮০৫ ক্যালরীর নিচে খাদ্য ক্রয় করতে পারে)। অপুষ্টির শিকার বিশাল জনগোষ্ঠীর, খাদ্যাভাব এবং সীমিত ফসলী জমির প্রেক্ষাপটে তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্য চাষের লক্ষ্যে জমির ব্যবহার আমাদের মতো দেশের জন্য একটি বড় অপচয়।

তামাক চাষ এবং সব্জি চাষ ব্যবস্থাপনা

তামাক চাষের ফলে কৃষকরা কি সত্যিই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়?

তামাক চাষ বা বিকল্প চাষ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে, তামাক চাষের ফলে কৃষকরা সত্যিই লাভবান হচ্ছে কীনা, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে তামাক চাষের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকসমূহ বিবেচনার পাশাপাশি চাষের ফলে কৃষকদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতি এবং তামাক ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এসব বিষয় বিশ্লেষণের ফলে যদি দেখা যায় তামাক চাষের ফলে চাষীরা লাভবান হচ্ছে না, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে কাজ করা খুব সহজ হয়। তামাক চাষের ফলে বর্তমান বা পুরাতন চাষীরা কোনভাবে লাভবান হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা খুবই জরুরী।

"তামাক চাষীদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে,
তামাক চাষ লাভজনক হলে, প্রতিবছর চাষী কেন ঋণ নেয়?"

তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বর্হিভূত তামাক চাষী

গবেষণা থেকে দেখা যায়, তামাক পাতা বিক্রির নিশ্চয়তা এবং বিক্রির পর একসাথে পুরো দাম পাওয়ার কারণে কৃষকদের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে তামাক চাষ অন্যান্য খাদ্য শস্য চাষের চেয়ে লাভজনক। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো চাষীদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করে। তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়মিত কৃষকদের তামাক চাষে প্রশিক্ষণ, বীজ, সার ঋণ প্রদানসহ উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কোম্পানিগুলো বেশির ভাগ সময় অবস্থাপন্ন

কৃষকদের টার্গেট করে এবং তাদের রেজিষ্টার চাষী হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করে থাকে। পূর্ব থেকেই অবস্থাপন্ন এসব চাষী তামাক চাষ করার ফলে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় তামাক চাষে বিশেষ সুবিধা রয়েছে বলে। যা কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রথমদিকে তামাক চাষ লাভজনক হিসাবে প্রতিয়মান হলেও ধীরে ধীরে এর ফলন কমে আসে এবং উৎপাদন ব্যায় বৃদ্ধি পায়। জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। (নতুন সংযোজন)

তামাক কোম্পানিগুলো সরাসরি রেজিষ্টার চাষীদের কাছ থেকে তামাক পাতা ক্রয় করে। যেসব কৃষক রেজিষ্টার নয় তারা নিজেদের উৎপাদিত তামাক পাতা নিজেরাই বাজারে বিক্রি করে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের কাছ থেকে পাতা ক্রয় করে না। রেজিষ্টার চাষীরা প্রয়োজনে ব্যবসায়ী এবং নন-রেজিষ্টার চাষীদের কাছ থেকে কম দামে প্রয়োজনীয় পরিমান তামাক পাতা ক্রয় করে কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে। যারা ব্যবসায়ী তারা তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে বেশী জমিতে তামাক চাষের কথা বলে নিজেদের নাম তামাক কোম্পানীর খাতায় রেজিষ্ট্রি করায়। কিন্তু বাস্তবে তারা তামাক চাষ করে অল্প পরিমান জমিতে এবং তামাক কোম্পানীর প্রদত্ত সকল সুবিধা ভোগ করে। পরবর্তীতে অন্য চাষীদের কাছে থেকে অল্প দামে তামাক ক্রয় করে কোম্পানীর কাছে হিসাব বুঝিয়ে দেয়।

আশানুরূপ লাভ না হওয়া স্বত্বেও তাদের প্রতিবেশিরা ভাল দাম পাচ্ছে দেখে গরীব কৃষকরা তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। তামাক চাষ বৃদ্ধির পেছনে, লাভজনক অপেক্ষা তামাক কোম্পানির সহযোগিতা ও কার্যক্রমগুলো বিশেষ ভূমিকা পালণ করে। অপর দিকে সবজি বা অন্যান্য চাষে তামাক চাষের মত কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, বীজ, সার, ঋণ ইত্যাদি সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মাঠে বিক্রয়ের উপযোগী ফসল থাকা স্বত্বেও অনেক সময় দেখা যায়,

ফসল বিক্রির জন্য বাজারে যথার্থ দাম পাওয়া যায়না। আর এ কারণে এসব অঞ্চলের কৃষকরা সবজি বা অন্যান্য ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহিত বোধকরে।

এছাড়াও এলাকায় একটি ফসলের চাষ কম হলে ঐ ফসলের উপর চাপ বেশী পড়ে। ঐ ফসলের উপর মানুষের আলাদা একধরনের আর্কষন তৈরী হয় ফলে ফসল ঘরে তোলার পূর্বে ক্ষেত থেকেই অর্ধেক শেষ হয়ে যায়।

"আমাদের গ্রামে আখ এর চাষ কম হলে এলাকার অধিবাসীরা ক্ষেত থেকে আখ তুলে তুলে নিয়ে যায়। অনেক সময় রাতের বেলা ক্ষেত থেকে আখ চুরি করে নিয়ে চলে যায়। যা আমাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে । তামাক চাষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ঝুকি নেই।" - আজিজুল হক (তামাক চাষী)

যেসব গরীব কৃষক ধনী তামাক চাষীদের অনুসরণ করে তামাক চাষ করে, তারা প্রকৃত পক্ষে কোন সুবিধা পায় না। তাদের জমির পরিমাণ কম হওয়ার ফলে তামাক কোম্পানী কতৃক রেজিষ্টার চাষী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যারা রেজিষ্টার নয় তারা পাতার জন্য খুবই কম দাম পায়। অনেক সময় পাতা বিক্রয়ের ব্যাপারে তাদের রেজিষ্টার কৃষকদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। সারা দেশে রেজিষ্টার এবং ননরেজিষ্টার চাষীর সংখ্যা কি পরিমাণ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে রতন দেব এবং আমিনুল ইসলাম সুজন পরিচালিত এক গবেষণা থেকে দেখা যায় কুষ্টিয়ার একটি গ্রামে মাত্র ১০ভাগ রেজিষ্টার চাষী রয়েছে। মেহেরপুরের একটি এলাকায় দেখা যায় মোট ৪৯৫ জন তামাক চাষী রয়েছে, যাদের মধ্যে ২১১ জন রেজিষ্টার অর্থাৎ মাত্র ৪৩ ভাগ রেজিষ্টার এবং অধিকাংশই রেজিষ্টার নয়।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়, ঐ এলাকায় প্রতিটি চাষীই কোন না কোন তামাক কোম্পানির রেজিষ্টার।

তামাক চাষ এবং মজুরী

কারো কারো মাঝে ধারণা রয়েছে তামাক চাষ লাভজনক অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় তামাক চাষ লাভজনক নয়।[৩] অন্যান্য চাষ অপেক্ষা তামাক চাষে প্রচুর শ্রম দিতে হয়। অথচ বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকলে তামাক অপেক্ষা বিকল্প ফসল অনেক বেশী লাভজনক।

নাহার চৌধুরী পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, তামাক চাষ লাভজনক করার জন্য কৃষকরা বাইরে থেকে শ্রমিক না নিয়ে নিজেরা এবং পরিবারের নারী, শিশু, অন্যান্যদের কাজে নিয়োজিত করে। বিনামূল্যে পরিবারের লোকজনের শ্রম পাওয়ার কারণে এ শ্রমের খরচ চাষীরা উৎপাদনের সাথে যোগ করে না। তামাক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্ধেকের বেশি শ্রম আসে কৃষকদের নিজ পরিবার হতে, বাকী অর্ধেক শ্রমের জন্য তাদের অর্থ খরচ করতে হয়। শ্রমের আসল দাম হিসাব করলে দেখা যায় তামাক চাষ লাভজনক নয়। এক্ষেত্রে প্রচুর শ্রম দেয়ার পর যা পাওয়া যায়, তা প্রত্যাশার তুলনায় খুবই কম।

গবেষণায় আরো দেখা যায় অনেক কৃষক শ্রমের মূল্য বিষয়ে সচেতন। তারা বলেন, পরিবার থেকে কোন শ্রম পাওয়া না গেলে তামাক চাষ লাভজনক নয়। তারপরও তামাক চাষীরা নানা কারণে অন্য চাষের দিকে যেতে চায় না।

কারণ সবজি চাষের জন্য সহজে বীজ না পাওয়া, বাজার ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা, উৎপাদিত সবজি সংরক্ষনের অভাব, প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ না পাওয়া ইত্যাদি। তামাক চাষের ক্ষেত্রে চাষীরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নিয়মিত মনিটরিং, সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ সংক্রান্ত সহযোগিতা পেলেও, অন্য চাষের ক্ষেত্রে তারা এ ধরনের সহযোগিতা পায় না। সবজি বা অন্য চাষীদের এগুলো নিজেদের উদ্যোগে সংগ্রহ করতে হয়। চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ ও নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মিওইয়াছি এবং মোপরো এর দুঃখ

চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা আলী কদমের বড় তামাক চাষী মিওইয়াছি। ঢাকা ট্যোবাকো কোম্পানির সে একজন রেজিষ্টার চাষী। বর্তমান মৌসুমে সে ৫ একর জমিতে তামাক উৎপাদনের জন্য ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। সে আশা করে তার উৎপাদিত তামাক যদি তামাক কোম্পানীর চাহিদা অনুযায়ী মান সম্পন্ন হয় তবে, এ বছর সে একলক্ষ ষাট হাজার টাকা আয় করবে। তামাক উৎপাদন কাজে নিজে শ্রম প্রদানের পাশাপাশি তার নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়োজিত করেছে।

মিওইয়াছি বলেন, "আমাকে দীর্ঘ সময় তামাক এর পেছনে সময় প্রদান করতে হয়। তামাক চাষের মৌসুমে আমি আমার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারিনা কারণ আমার একজোড়া হাতের প্রয়োজন যারা আমাকে এ সময় মাঠে সাহায্য করবে। পাতা শুকানোর মৌসুমে আমি ঠিকমতো ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না কারণ কোন অসর্তক অবস্থায় মূহুর্তের মধ্যে ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে। কোন কোন সময় যখন আমার শিশুরা ঘুমিয়ে থাকে বা পড়ালেখা করে, তখন তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে তামাক পোড়ানোর তাপমাত্রা দেখার জন্য বলতে হয়।"

একই অঞ্চলের আরেক তামাক চাষী মোপরো। সে নাসির টোব্যাকো কোম্পানির রেজিষ্টার চাষী। তামাক চাষের ক্ষেত্রে নিজের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে শ্রম না পাওয়ায় সে শ্রমিক ভাড়া করে এনেছে। এ মৌসুমে সে শুধুমাত্র শ্রমিকের পিছনে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। সে যখন তার জমিতে সব্জি চাষ করতো তখন তার এবং তার পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত ছিল। ঐ সময়ে সে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও সব্জি বিক্রি করতে পারতো।

মোপরো বলেন, "বর্তমানে আমাকে প্রতিদিন নিজের এবং পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের জন্য ১০০ থেকে ১২০ টাকা ব্যয় করতে হয়।" যখন সে তামাক উৎপাদন শুরু করে তখন একত্রে নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা পায়, যা দ্বারা সে বাড়ী ঠিক করতে পারে বা সাইকেল ক্রয় করতে পারে। কিন্তু খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনে তাকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পরিবারের জন্য ধার করতে হয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তামাক চাষের ক্ষেত্রে অধিক শ্রমের প্রয়োজন, সেহেতু শ্রমিক ঘাটতি মেটাতে তামাক শুকানোর মৌসুমে চাষীরা তাদের সন্তানদের তামাক শুকানোর কাজে নিয়োজিত করে। ফলে শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ক্ষতিকর। শিশুরা স্কুলে না যেতে পারার কারণে কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা কখনোই পরিমাপ করা হয় না। Blanchet এবং দেব ও সুজনের গবেষনায় দেখা যায় যে, তামাক প্রক্রিয়াজাত করণের কাজে কর্মরত শ্রমিকদের অন্যান্য চাষের তুলনায় অমানবিক পরিশ্রম করতে হয়। অত্যধিক পরিশ্রম করার পরও তারা এত কম পারিশ্রমিক পায় যে, তা দিয়ে তাদের জীবন ধারন অত্যন্ত কষ্টকর। তামাক প্রক্রিয়াজাত করণের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে তারা অর্থের পাশাপাশি শারিরীক, মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কৃষক এবং কারখানার শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য

নিজের পরিবারের বা স্থানীয় লোকজনের জন্য ফসল উৎপাদন এবং বহুজাতিক কোম্পানির জন্য ফসল উৎপাদন এক কথা নয়। নিজের পরিবারের জন্য চাষে লাভ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে যা কৃষকের একান্ত নিজের, যেমন নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। জমিতে কৃষক কখন, কিভাবে, কতটুকু, কি চাষ করবে, তামাক চাষের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেও সম্ভব নয়। তামাক কোম্পানীর সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে তামাক চাষ করতে হয়।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যারা তামাক চাষ করে তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যারা বর্তমানে তামাক চাষের সাথে জড়িত তারা আগে নিজেদের জমি নিজেদের ইচ্ছায় চাষ করতো। আর এখন নিজেদের জমি তামাক কোম্পানির ইচ্ছায় চাষ করে। কোম্পানি বলে দিচ্ছে কখন জমিতে সার দিবে, কখন বীজ দেবে প্রভৃতি। কৃষকের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। কৃষকরা অবশ্যই কারখানার শ্রমিক

নয়, তাদের নিজস্ব চিন্তা ও চেতনা ও স্বাধীনভাবে চাষ করার অধিকার থাকা প্রয়োজন। তামাক কোম্পানির প্ররোচনায় চাষ করার ফলে তাদের নিজেদের খাদ্য, পশু খাদ্য, জ্বালানিসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

তামাক চাষে ঋণ ব্যবস্থা

তামাক চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। উপর্যুপরি তামাক চাষে জমির উর্বরতা হ্রাসের কারণে সারের পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ফলে ফলন কম হয় ও পাতার মান হ্রাস পায়। এছাড়া সার এবং কীটনাশক দুটিই দামী। প্রতিবছর তামাক চাষে প্রচুর সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে তামাক উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এছাড়া তামাক চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন বীজ, চারা উৎপাদন এবং তামাক শুকানোর কাজে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। চাষীরা জানায়, প্রতিবছর তামাক চাষের জমিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশকের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও উৎপাদন কমে যাওয়ায় খরচ বৃদ্ধি পায় এবং লাভের পরিমাণ কমে যায়। ক্রমান্বয়ে খরচ বেড়ে যাওয়ায় ঋণ না নিয়ে তামাক চাষ করা সম্ভব হয় না।

শুধুমাত্র রংপুর এলাকার তামাক চাষীরা ছাড়া অন্য এলাকার তামাক চাষীদের অনেকেই কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ নেয়। রংপুর এলাকায় একসময় তামাক কোম্পানী তামাক চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতো এখন করে না। একনাগারে তামাক চাষের ফলে একসময় এলাকার জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং ঐসকল জমিতে আর মান সম্পন্ন তামাক উৎপন্ন হয়না। ফলে তামাক কোম্পানী ঐ এলাকা ত্যাগ করে নতুন এলাকার সন্ধানে চলে যায়। বর্তমানেও ঐ এলাকা দরিদ্র তামাক চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে তামাক চাষ করে। তবে উৎপন্ন তামাকের মান তেমন ভাল নয়।

আশার কথা বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন আসছে। এক্ষেত্রে পূর্বে তামাক চাষের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাবার ফলে সার এবং সেচের প্রয়োজন হচ্ছে। চাষীরা তামাক চাষ বাদ দিয়ে ধান আবাদ করছে। এ প্রসঙ্গে গত ১মার্চ ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত " প্রথম আলো" পত্রিকায় **"রংপুরে তামাক হটিয়ে বোরোর চাষ বাড়ছে" শীর্ষক এক** প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রংপুরের গঙ্গাচড়ায় উপজেলার নবনীদাস গ্রামের আব্দুল করিম জন্মের পর পৈতৃক জমিতে তামাক চাষ হতে দেখেছেন।

এ বছর সাহস করে তামাক বাদ দিয়ে বোরো ধানের আবাদ করেছেন তিনি। এলাকার বেশীরভাগ কৃষক অনেক আগেই থেকেই এ কাজ শুরু করেছেন। তবে করিমের চিন্তা সার নিয়ে। তিনি জানান জমিতে পর্যাপ্ত সার দেয়ার পরও তা ঠিকমত কাজ করছেনা। প্রচুর সেচ দেয়ার পরও মাটি দ্রুত শুষে নিয়ে যাচ্ছে। এতে সেচ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তারপরও তিনি ভাল দাম পেলে ধান উৎপাদন করতে চান।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর জানিয়েছে, জেলায় মোট কৃষি জমির পরিমান প্রায় ২ লাখ হেক্টর। ১০ বছর আগেও এখানকার ৮০ ভাগ জমিতে তামাকের চাষ হতো। প্রতি বছর তামাকের চাষ কমতে কমতে চলতি বছর মাত্র সাত হাজার হেক্টরে নেমে এসেছে। এক সময় রংপুর থেকে তামাক চাষ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

বর্তমানে থানচি, বান্দরবান, আলীকদম, নাইক্ষাংছড়ি রুমা, রোয়াংছড়ি, লামা, প্রভৃতি এলাকায় তামাক কোম্পানী তাদের ভয়বহ থাবা বিস্তার করেছে। এ এলাকাগুলোতে তামাক চাষের ফলে শীতকালীন সব্জি ও তরিতরকারীর আকাল দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গত ২৬ ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৮ এ "বান্দরবানে তামাক চাষ আবারো বেড়েছে। কৃষি পন্যের আকাল " শিরোনামে প্রকাশিত "দৈনিক আজাদী" পত্রিকার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু লাইন তুলে ধরা হলো। " বান্দরবান পাবর্ত্য জেলার সর্বত্র সর্বনাশী তামাক চাষ আবারো জোরালো হয়েছে। জেলার লামা, আলী কদম, নাইক্ষাংছড়ি, রুমা, রোয়াংছড়ি এবং থানছি উপজেলার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর প্রায় ২০ হাজার একরের পাহাড়ী জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে তামাক চাষের কারণে জেলায় শীতকালীন শাক সব্জি ও তরকারীর আকাল দেখা দিয়েছে। শীতকালীন শাক-সব্জির এই ভরা মৌসুমেও ১৫ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে প্রয়োজনীয় শাক-সব্জি কিনতে হচ্ছে নাগরিকদের। এসব এলাকার চাষযোগ্য প্রায় আশিভাগ জমিতেই কৃষি পণ্যের বদলে তামাক চাষ হচ্ছে অবাধে। বেপরোয়া অপ্রতিরোধ্যভাবে তামাক চাষ হওয়ায় জেলায় সরকারী ন্যায্যমূল্যের সার থেকেও কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।"

প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, কৃষি আবাদের বদলে তামাক চাষ প্রলুব্ধতা শত শত উপজাতীয় পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তারা তীব্র খাদ্য সমস্যায় পড়েছে বলে জানানো হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ অবস্থায় কৃষকদের আর্থিক দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের তামাক কোম্পানীগুলো কৃষি পণ্যের পরিবর্তে অধিকতর তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে কৃষকদের। ঐসব তামাক কোম্পানী অসহায় উপজাতীয় ও বাঙ্গালী কৃষকদের মাঝে অগ্রীম টাকা দিয়ে তামাক চাষ করাচ্ছে। বিশেষ করে লামা ও আলীকদম উপজেলার মোট আবাদী জমির প্রায় ৯০ ভাগ জমিতে এবারও তামাক চাষ করা হয়েছে জোরালোভাবে। তামাক চাষীদের দাপটে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ও রক্ষা পাচ্ছেনা। জামছড়ি সহ বেশ কটি এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেষ্টিত তামাক চাষ গড়ে তোলা হয়েছে।

গবেষনায় দেখা যায়, যেসব চাষী ঋণ নেয় তাদের অনেকেরই নিজস্ব জমির পরিমাণ খুব কম। অনেকে আবার অন্যের জমি লীজ নিয়ে তামাক চাষ করে। তামাক চাষের মৌসুমের প্রথম দিকে তারা ঋণ নেয়, আবার পাতা বিক্রি করার পর সেই ঋণ ফেরত দেয়। ঋণ করে চাষ করার ফলে, তামাক চাষে তাদের খুব একটা লাভ হয় না। ফলে পুনরায় চাষের মৌসুমে চাষীকে তামাক চাষের জন্য আবার ঋণ নিতে হয় অর্থাৎ ঋণের জাল থেকে চাষীদের মুক্তি নেই। তামাক চাষ করে এ দূর্বোধ্য জাল থেকে তারা বের হতে পারে না।

সব্জী এবং অন্যান্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে নিজস্ব জমি না থাকলে ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ পাওয়া যায়না। কেননা ঋণ গ্রহণের সময় ব্যাংকে জমির দলিল প্রদর্শন করতে হয়। অথচ তামাক চাষের ক্ষেত্রে যারা বর্গাচাষী তারাও তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে।

তামাক চাষের জন্য তামাক কোম্পানি বিভিন্নভাবে ঋণ দেয়। এলাকা অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। যেমন কুষ্টিয়ায় সাধারণত তামাক কোম্পানিগুলো বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহের পাশাপাশি চাষ সম্পর্কিত কারিগরী তথ্য সরবরাহ করে বীজগুলো বিনামূল্যে দেয় এবং বাকী দ্রব্যের মূল্য তারা ফসল বিক্রির পর উৎপন্ন ফসলের দাম থেকে কেটে নেয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের লোকজন বেশ গরীব বিধায় তামাক কোম্পানি এখানকার চাষীদের সরাসরি টাকা দেয়। সরাসরি নগদ টাকা হাতে পাওয়া ওদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। এ বিষয়টি উপলব্ধি করেই তামাক কোম্পানি যতটুকু সুবিধা আদায় করা দরকার, ততটুকু আদায় করে নেয়।

কৃষকদের সাথে আলোচনায় প্রেক্ষিতে জানা যায়, পার্বত্য এলাকায় ২০০৫ সালে প্রতি একরের জন্য তামাক কোম্পানি ৪০০০ টাকা ঋণ দিয়েছে। পরের বছর এই ঋণের পরিমাণ ২৫% বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করেছে। কোন কৃষক নির্দিষ্ট কোন কোম্পানি থেকে ঋণ নিলে শুধুমাত্র ঐ কোম্পানির কাছেই উৎপাদিত তামাক বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। পাতা বিক্রি হবার সাথে সাথে তামাক কোম্পানি ঋণের টাকা কেটে নেয় এবং বাকী টাকা কৃষকদের দেয়। কোম্পানীর পাওনা টাকা কেটে নেবার পর কৃষক যে পরিমাণ টাকা হাতে পায় তার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। তামাক পাতা বিক্রির পর্যন্ত কৃষকদের নিজ পরিবারের সকল খরচ এবং জমিতে ফসল উৎপাদনের খরচ নির্বাহের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ঋণ নিতে হয়।

ব্যাংক থেকে সাধারণত জমির বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়। যাদের জমি নেই তারা ব্যাংক ঋণ নিতে পারে না। গবেষকদের কৃষকরা জানায়, ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ টাকা চাওয়া হয় তার চেয়ে অনেক কম টাকা ঋণ হিসেবে পাওয়া যায়।

ব্যাংক কর্মচারী এবং স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তির সম্পৃক্ততার কারনে কৃষকরা চাষাবাদের জন্য ঠিকমতো ঋণ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মচারীদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্নভাবে কৃষকদের ঋণ পাবার ক্ষেত্রে হয়রানির স্বীকার হতে হয়।

একজন কৃষক বলেন " ধান চাষের জন্য ঋণ এর আবেদন করলে , ঋণ পেতে পেতে ফসল ঘরে তোলার সময় হয়ে যায়।" একবার ঋণ পাওয়ার জন্য একজন কৃষকের বেশ কয়েকবার ব্যাংকে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বারবার ব্যাংকে যাতায়াতের খরচ কৃষকদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাড়ায়। তবে যেসব ব্যক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে, তারা খুব সহজে ঋণ পায়। ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ না করার অযোগত্যা থাকা স্বত্বেও তারা এ সুবিধা পেয়ে থাকে।

যেসব তামাক চাষী কোম্পানি হতে ঋণ সুবিধা পায় না, তারা চাষের জন্য মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। এক্ষেত্রে সুদের হার অনেক বেশী। ব্যাংক থেকে যদিও অনেক কম সুদে ঋণ নেয়া যায়, কিন্তু নানা জটিলতা ও সময় ক্ষেপনের কারণে কৃষকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে উৎসাহ বোধ করে না। যেমন অনেক জায়গায় ব্যাংকের দুরত্ব অনেক বেশী, বারবার যাওয়া আসা করতে হয়, বিভিন্ন জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয় যাতে কৃষকরা অভ্যস্ত নয়। আলী কদম ও লামার কৃষকরা জানায়, তাদের এলাকা হতে ব্যাংক অনেক দূরে হওয়ায় গরীব কৃষকদের বারবার ব্যাংকে যাওয়া ব্যয় সাধ্য ও কষ্টকর। যেসব কৃষক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নয় তাদের জন্য ব্যাংকের কাগজপত্র পূরণ করা আরো কঠিন। অপর দিকে তামাক চাষের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি থেকে অনেক সহজে ঋণ পাওয়া যায়, যা চাষীদের তামাক চাষে আগ্রহী করে তোলে। প্রত্যেক এলাকায় তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরা চাষীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করে ও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে।

কুদ্দুস আলী (৩১) চট্রগ্রামের পাহাড়ী এলাকা লামা অঞ্চলের একজন তামাক চাষী। তিনি তিন বছর যাবৎ তামাক চাষ করে। নিজ উদ্যোগে তার জমিতে সব্জি চাষ করতে চেয়েছেন। কিন্তু চাষ শুরু করার মতো প্রাথমিক টাকা তার কাছে ছিল না, টাকার জন্য সে ব্যাংকের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তার বাড়ী থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ব্যাংকের শাখায় গিয়েছিল। পরিশেষে সে লোন পাবার আশা পরিত্যাগ করে। "ব্যাংকে যাবার জন্য আমাকে প্রতিবার ২০ টাকা করে যাতায়াত ভাড়া খরচ করতে হয়েছে। যদি আমাকে লোন পাবার জন্য ৮ থেকে ১০ বার ব্যাংকে যেতে হয়, তবে কি করে আমি আমার পরিবারের খাদ্যের যোগান করবো?"

চাষীদের বড় সমস্যা হলো চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য স্থিতিশীল নয় বরং প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক থেকে একটি নির্ধারিত অনুপাতে ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কৃষক যে অনুপাতে ঋণ পায়, তার চেয়ে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য অনেক বেশী হয়ে যায়। ফলে কৃষক যে ঋণ পায়, তা তার জন্য যথেষ্ট হয় না। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাজারে দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় না। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট করে। ফলে কৃষকরা বাজারে কম মূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করতে পারে না। এক কৃষক অভিযোগ করে বলেন, "যখন আমি আলুর জন্য ঋণ চাই, তখন সারের দাম প্রতি বস্তা ২০০ টাকা ছিল। কিন্তু আমি যখন ঋণ হাতে পাই তখন সারের বাজার মূল্য হয়ে গেছে ৮০০ টাকা। এত কম টাকায় আমি কিভাবে চাষ করবো। যখন আমার ৪ ব্যাগ সার প্রয়োজন, তখন কি মাত্র ১ ব্যাগ কিনবো?"

তামাকপাতা বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

তামাক পাতা বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে চাষীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। শুধু রেজিস্টার্ড চাষীদের ক্ষেত্রেই উৎপাদিত তামাক পাতা কোম্পানির নিকট বিক্রির নিশ্চয়তা রয়েছে। তবে যারা রেজিস্টার্ড নয় তাদের তামাক পাতা বিক্রির ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু চাষী অভিযোগ করে বলেন রেজিস্টার্ড হওয়া স্বত্বেও পাতা বিক্রির সময় তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাতার দাম গ্রেড অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী গ্রেড না হলে কোম্পানি পাতা ক্রয় করে না বা খুব অল্প দামে ক্রয় করে। রেজিস্টার্ড চাষীদের যে পরিমাণ তামাক উৎপাদনের জন্য ঋণ দেয়া হয়, শুধুমাত্র সেই পরিমাণ পাতাই চাষীদের নিকট হতে ক্রয় করা হয়।

ফলে উৎপাদিত অতিরিক্ত পাতা বিক্রির ক্ষেত্রে চাষীদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। চাষীরা অতিরিক্ত পাতা অনেক সময় মহাজন/ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে। মহাজন বা ব্যবসায়ীরা খুব কম দামে এসব পাতা ক্রয় করে। চাষীদের অভিযোগ হচ্ছে, তামাক কোম্পানির সাথে মহাজন/তামাক ব্যবসায়ীদের ভাল বোঝাপাড়া থাকার কারণে কোম্পানি চাষীদের থেকে অতিরিক্ত পাতা ক্রয় না করে পরোক্ষভাবে মহাজন বা তামাক ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ক্রয় করে।

যারা কোম্পানীর রেজিষ্টার চাষী নয় তারা সরাসরি মহাজন/ব্যবসায়ীর কাছে তাদের উৎপাদিত পাতা বিক্রি করে। মহাজন/ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছে তামাক পাতা ক্রয়ের লক্ষ্যে নিজেরাই আসে সুতরাং তারা কিভাবে পাতা বাজারে নিয়ে যাবে এ বিষয়ে কৃষকদের চিন্তা করতে হয় না। চাষীরা বাজারে নিয়ে বিক্রি করার ঝামেলা হতে অন্তত রক্ষা পায়। কোম্পানি ও মহাজনরা আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং তাদের মাঝে ঐক্য রয়েছে। চাষীরা অভিযোগ করে বলে কোম্পানি ও মহাজন/ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তামাকের একটি নির্দিষ্ট দাম ঠিক করে। অপরদিকে কৃষকরা আর্থিক দিক থেকে দুর্বলের পাশাপাশি সংগঠিতও নয়, ফলে কৃষকদের ক্ষমতা কম। রেজিস্টার্ড চাষীরা যে মূল্যে তামাক বিক্রি করতে পারে, রেজিস্টার্ড বিহীন চাষীরা তা পারে না তাদের আরো কম দামে তামাক পাতা বিক্রি করতে হয়।

তামাক চাষীরা ঋণ গ্রহণ করার নিদিষ্ট সময় পর তামাক কোম্পানী ঋণ ফেরত দেবার জন্য ওদের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ব্যাপারীরা/মহাজনরা এ বিষয়গুলো ভালভাবেই বোঝে। কৃষকদের উপর ঋণ ফেরত প্রদানের চাপ থাকায় তারা কম দামে ব্যাপারী/মহাজনদের নিকট কম দামে পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সকল ব্যাপারীর মধ্যে যোগসূত্র এবং একত্রে বসে দাম নির্ধারিন ব্যবস্থা থাকায় তারা সহজে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাপারীরা কৃষকদের থেকে একটি নির্দিষ্ট

পরিমান কমিশন রাখে। পাতার আকার ছোট হলে বা নির্দিষ্ট রংয়ের না হলে পাতার মূল্য অর্ধেক কমে আসে।

তামাক উৎপাদনে অনেক সমস্যা থাকলেও তামাক পাতা সহজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই বলে বিক্রির জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যায়। যত বেশী তামাকই উৎপন্ন হোক না কেন, সবই বিক্রি হয়ে যায় বা বিক্রির জন্য বাজার পাওয়া যায়। সঠিক মূল্য না পেলেও বাজারজাত করার নিশ্চয়তা আছে এবং পুরো দাম এক সাথে পাওয়া যায় বলে অনেকে তামাক চাষে উৎসাহ বোধ করে।

কৃষকদের তামাক চাষ বাদ না দেওয়ার অপর একটি কারণ হচ্ছে, এক এলাকায় অনেকে একই ফসল উৎপন্ন করলে দাম পড়ে যায়। কিন্তু তামাক পাতার দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থির থাকে এবং কৃষকরা নিশ্চিত থাকে তারা তাদের উৎপাদিত পাতা বিক্রি করতে পারবে। দাম নির্ধারণে যদিও তাদের কোন ভূমিকা থাকে না, তথাপি কিছু ক্ষতি হলেও তাদের ফসল বিক্রির নিশ্চয়তা রয়েছে। পার্বত্য এলাকার এক কৃষক বলেন, উৎপন্ন করার পর পুরো ফসল পচানোর চেয়ে কিছুটা দাম পাওয়া অনেক সুবিধাজনক।

তামাক চাষের সাথে সম্পৃক্তদের স্বাস্থ্যের অবস্থা

তামাক চাষ ও উৎপাদনের জন্য সরকার ও কৃষক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে তামাকজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের পিছনে সরকারের খরচ, তামাক হতে প্রাপ্ত রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশি। সরকারী খরচ ছাড়াও তামাকজনিত রোগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে খরচের কারণেও ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া দেশে তামাক রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশি হওয়ার কারণে দেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। ধূমপান ও তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে অনেকে সচেতন থাকলেও, তামাক চাষের ফলে কৃষকের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কি ক্ষতি হয় সে বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই।

কাঁচা তামাক পাতা নাড়াচাড়া, জমিতে প্রচুর কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে কৃষকরা স্বাস্থ্যগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কাঁচা তামাক পাতা থেকে গ্রীণ টোব্যাকো সিকন্যাস নামক এক ধরনের রোগ হয়। এ রোগের ফলে মাথা ঘোরা, বমি, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, পেটব্যথা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

তামাক চাষ এবং পরিবেশ

তামাক চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়, ফলে পার্বত্য এলাকায় তামাক কোম্পানীগুলো তামাক চাষের জন্য নদীর ঢালকে বেছে নেয়। উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রচুর পরিমান সার ও কীটনাশক, গড়িয়ে নদীর পানিতে গিয়ে মেশে। পাহাড়ী এলাকার নদীগুলো ঐ এলাকার মানুষের অন্যতম পানির উৎস। গৃহস্থালীর কাজে দূষিত ঐ পানি ব্যবহার করার ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, তামাক গাছ মাটির পুষ্টি দ্রুত শেষ করে ফেলে ফলে ক্ষেতে প্রতিবার চাষের আগে জমিতে দামী রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। এক হিসেবে দেখা যায়, প্রতি একর জমিতে তামাক চাষের জন্য ৩০০কিঃ গ্রাঃ সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া তামাক ক্ষেতে ইউরিয়া, ত্রিপল সুপার ফসফেট, জিংক প্রভৃতি সার অধিক পরিমানে প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়।

তামাক পাতা মূলত কড়া রোদে বা চুল্লির আগুনে শুকানো হয়। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় তামাক পাতা চুল্লিতে শুকানো হয়। তামাক পাতার স্বাদ, গন্ধ এবং রং উন্নত করতে তামাক শুকানোর কাজে ব্যবহৃত চুল্লি ৭২ ঘন্টা একই তাপমাত্রায় রাখতে হয়। এ ধরনের চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে খড়, ভূষি, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তামাক শুকানোর জন্য খড় বা ভূষি ব্যবহার করে এমন এলাকার চাষীদের কাছ থেকে জানা যায়, এক সময় তারা কাঠ ব্যবহার করলেও বর্তমানে বিকল্প হিসেবে এ সকল জ্বালানি ব্যবহার করছে। একজন চাষী আক্ষেপ করে বলেন, " তামাক শুকানোর লাগি বাপ-দাদার লাগানোর গাছগুলো কেটেও চুলায় দিছি "।

বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় যে ব্যাপক পরিমানে গাছ কাটা হচ্ছে এর বিরাট একটি অংশ হচ্ছে তামাক চাষের কারণে। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় বিপুল বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। এক একর জমিতে যে পরিমান তামাক উৎপন্ন হয় এটি শুকানোর জন্য প্রয়োজন প্রায় ৬ টন কাঠ। তামাক উৎপাদনে সামগ্রিক যে খরচ হয় তার ৩০ ভাগ শুধুমাত্র শুকানোর জন্য ব্যয় করতে হয়। পাহাড়ী এলাকায় কিছু পাহাড় কেটে ধ্বংস করা হচ্ছে শুধুমাত্র তামাক চাষের জমি তৈরী করার জন্য।

তামাক উৎপাদনের জন্য বন উজারের পরিমান ঃ-

দেশের নাম	বছরে কাঠ ব্যবহার হচ্ছে (০০০ টন)	বছরে বন ধ্বংসের পরিমান(০০০ হেক্টর)	তামাকের কারনে কত ভাগ বন নষ্ট হয়।
সাউথ	২৭২.২	১৩.০	৪৫.০
কোরিয়া	-	০.৪	-
উরুগুয়ে	৭.৬	-	৪০.৬
বাংলাদেশ	১২৮.০	৯.০	৩০.০

Source: Geist,1999

বিকল্প ফসল উৎপাদনের সমস্যা এবং সম্ভাবনা

যে সকল কৃষক তামাক চাষ করে তাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে বিকল্প ফসল উৎপাদনের সমস্যা সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়। যারা সাফল্যজনকভাবে বিকল্প ফসল উৎপাদন করছে তারা জানায় বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য তাদের অনেক সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সবজি এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা এগুলো সহজে পচে যায় এবং পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়াও এ ধরনের ফসল উৎপাদনের পরবর্তীতে কৃষকদের নিজেদের উদ্যোগে বাজারজাত করার লক্ষ্যে ক্রেতা খুঁজে বের করতে হয়। কখনও কখনও তারা তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য সঠিক মূল্য দেবে এমন ক্রেতা খুঁজে পায় না। উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য অধিকাংশ সময় কৃষকদের তাদের পণ্য মাথায় করে বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যেতে হয়। ফসল বিক্রির জন্য অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা স্বল্প মূল্যে যাতায়াতের লক্ষ্যে তাদের ফসলের ঝুড়িসহ বাস বা ট্রেনের ছাদে করে ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। সে সকল কৃষক ভাগ্যবান যারা ব্যাপারীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের পণ্য সঠিক দামে বিক্রি করতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তামাক চাষের ক্ষেত্রে পন্য বিক্রির জন্য এখনো একটি নির্দিষ্ট বাজার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে তা নেই।

বিকল্প চাষে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তামাক চাষের এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোল্ডস্টোরেজ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বাজার খোঁজার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার তুলনায় কুমিল্লায় প্রচুর কোল্ডস্টোরেজ রয়েছে। কুমিল্লা অঞ্চলে প্রচুর খাদ্য শষ্য উৎপাদিত হয় এবং কোন ধরনের তামাক চাষ হয় না। তামাক চাষের এলাকায়গুলোতে বিকল্প ফসল বিক্রয়ের জন্য একটি শক্তিশালী বাজারজাতকরন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ সকল এলাকাগুলোতে বিকল্প ফসল বাজারজাত করার জন্য কোন ধরনের শক্তিশালী বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নেই। কোল্ডস্টোরেজ সমস্যার পাশাপাশি দামের অস্থিতিশীলতা খাদ্য শস্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাকে অনিশ্চিত করে। কখনো কখনো দেখা যায়, বীজ বপনের সময় ফসলের দাম অনেক বেশি থাকে, কিন্তু ফসল বিক্রির সময় ফসলের দাম অনেক কমে যায়। একজন কৃষক আক্ষেপকরে বলেন "আমি যখন আলুর চাষ শুরু করি তখন বাজার দাম ছিল ৩০ টাকা, কিন্তু যখন আমার আলু বিক্রির উপযুক্ত হয় তখন আলুর দাম কমে গিয়ে দাড়ায় ৫ টাকা।"

'কৃষকদের যাতায়াত সমস্যার সমাধান হিসেবে সাইকেল কেনার জন্য সরকারী বা বেসরকারী পর্যায় থেকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। ফলে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসল নিয়ে সহজে বাজারে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানেও যাতায়াত করতে পারবে। কৃষকরা যে পরিমান জিনিস মাথায় নিয়ে যায় এর ৩ থেকে ৪ গুণ বেশী ওজন সাইকেলে নেয়া যাবে এবং হাঁটার চেয়ে ৩ গুণ দ্রুত যাওয়া যাবে। এছাড়া একবার সাইকেল কিনলে অনেক দিনের পরিবহন খরচ কমে যাবে, যা স্বল্প আয়ের কৃষকদের জন্য অনেক বড় সুবিধার। (আমিনুল ইসলাম সুজন, গবেষক)

অনেক সময় খাদ্য শষ্য উৎপাদন কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাড়াঁয়। কয়েক বছর আগে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ফসলের বীমা করার লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু নানা কারণেই এ কার্যক্রম সফল হয়নি। শুধুমাত্র ফসলের বীমা বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে গবেষণা করে কিছু কার্যকরী সমাধান খুজে বের করা প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তামাকের বিকল্প চাষ বা খাদ্য শস্য চাষে অনিহার অপর একটি কারণ হচ্ছে, যখন একটি এলাকার সকলেই এক ধরনের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে, তখন উৎপাদিত ফসলের দাম অনেক হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে একজন কৃষক বলেন "অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বাজারে পিয়াঁজের দাম অনেক কম। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পিয়াঁজ কিনে নিয়ে অন্য বাজারে ব্যাপারী আরো বেশী দামে বিক্রি করছে। আমরা আমাদের ফসলের উৎপাদন খরচই তুলতে পারছি না।" কিন্তু তামাকের দাম অধিকাংশ সময়ই স্থিতিশীল থাকে। যদিও তামাক চাষীদের ভাল দাম পাবার জন্য পাতার গ্রেড নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, তথাপি চাষীরা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখে না। সার্বিক বিবেচনায় খাদ্য শষ্য বা বিকল্প ফসল চাষে নিরুৎসাহের অন্যতম কারণ হচ্ছে ফসল বিক্রির অনিশ্চিয়তা।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সকল কৃষক তামাক চাষ বাদ দিয়ে সবজি বা অন্য কোন বিকল্প ফসল উৎপাদন করছে, তারা সত্যিই লাভবান হয়েছে। কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, তামাক চাষ শুরুর প্রথম দিকে পাতার মান ভাল হওয়ায় ভাল দাম পাওয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও পাতার মান কমে যেতে শুরু করে। এছাড়া কয়েক বছরের মধ্যে জমিতে এক ধরনের শেকড় বের হয়।

ফলে ভাল তামাক চাষও সম্ভব হয় না। এ ধরনের শেকড়কে স্থানীয়ভাবে অনেক নামে চিহ্নিত করা হয়। কোন কোন এলাকায় এটি গ্যাড়া নামে পরিচিত। কৃষিবিদ জনাব এম এ সোবাহান বলেন, এর আসল নাম অরবিংকি (Orobanche) এটি এক ধরনের পরগাছা উদ্ভিদ। এটি তামাক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে কারণ এর গায়ে কোন ক্লোরফিল না থাকায় সূর্য্য থেকে নিজের খাবার নিজে উৎপন্ন করতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে একটি এলাকায় তামাক উৎপাদন কমে যায় তখন তামাক কোম্পানীগুলো অন্য এলাকায় নতুন জমি তামাক চাষের জন্য খুঁজে বের করে। যে সকল কৃষক কয়েক বছর ধরে তামাক চাষ বাদ দিয়ে বর্তমানে তামাকের জমিতে সবজি বা অন্য ফসলের চাষ করছেন, এখনও তাদের জমিতে এ ধরনের শেকড় বের হয় বলে তারা অভিযোগ করেন।

কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, সবজি চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে অর্থের প্রয়োজন হলে তৎক্ষনাত বাজারে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তামাক চাষের ক্ষেত্রে যখন তখন ফসল বিক্রি করা সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু কৃষক তামাক পাতা বিক্রির পরবর্তীতে একসাথে অনেক টাকা প্রাপ্তিকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তামাক চাষীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় তামাক বিক্রির টাকা হাতে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণ নিতে হয়। উৎপন্ন তামাক বিক্রির পরবর্তীতে এক সাথে অনেক অর্থ লাভ মিথ্যা মরিচীকার মতোই। কারণ উৎপন্ন পাতা বিক্রির পর কোম্পানীর কাছ থেকে চাষের জন্য যে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল তা শোধ দিতে হয়। সবজি চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে কৃষকরা প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত নিজের পরিবারের জন্য সবজি সংগ্রহ করতে পারে। যা তাদের পরিবারের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ জমির জন্যও খুবই উন্নতমানের জৈব সার। অপর দিকে তামাক চাষের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। অনেক এলাকায় ধানের খড়গুলো তামাক শুকানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফলে গো খাদ্য কমে যায়। তামাক চাষের এলাকায় তুলনামূলকভাবে গবাদি পশু কম থাকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, সবজি চাষের এলাকার গবাদিপশু তামাক চাষের এলাকার হতে অনেক উন্নত ও স্বাস্থ্যবান। সবজি চাষের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে তামাক চাষ অপেক্ষা অনেক অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়।

বিকল্প ফসল উৎপাদনে সম্ভাবনা এবং সুপারিশ

কৃষিক্ষেত্রে ঋণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:

অনেক বছর ধরে বংশ পরম্পরায় কৃষি কাজ করলেও, আমাদের দেশের কৃষকদের অভাব অনটন রয়েই গেছে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরও তাদের প্রাপ্তি খুবই কম। দেশের মানুষের খাদ্যের যোগানের জন্য তাদের অবদান অনেকখানি থাকলেও, কৃষকদের জন্য আমাদের পদক্ষেপ খুবই নগণ্য। কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের সংকটে তাদের প্রতিনিয়তই ভুগতে হয়। সরকার কৃষকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, দেশের সাধারণ কৃষক নানাবিধ কারণে এসব সুবিধা খুব কম পরিমানই ভোগ করতে পারছে।

কৃষকের অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে আর্থিক সংকট একটি বড় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক চাষের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কৃষকদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায়, ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ জটিলতা। প্রশাসনিক জটিলতা ও অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে কৃষকরা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত বোধ করে। যে সকল সমিতি রয়েছে তারাও কৃষকদের ঠিকমতো সহযোগীতা দিচ্ছে না বলে অনেক কৃষক অভিযোগ করে। ১৯৭৭ সালে ন্যাশনালাইজড কর্মাশিয়াল ব্যাংকগুলোতে আলাদা একটি ঋণদান কর্মসূচী শুরু হয়। ফলে কৃষকদের জন্য ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে কাজ ও তদারকী সঠিকভাবে না হওয়ায় ঋণ নেবার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে । এছাড়াও নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার ফলে অনেক লোক ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি।

বর্তমানে কিছু বেসরকারী সংগঠন (এনজিও) দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ঋণ প্রদান করছে। যার পরিমাণ ব্যাংক থেকে অনেক বেশি। কিন্তু এসকল ঋণের খুব কম পরিমানই চাষের জন্য প্রদান করা হয়। ব্যাংক এবং এনজিওগুলো থেকে ঋণ না পাওয়ার কারণে নিরুপায় হয়ে কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করছে।

কৃষকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সহজ ও সময়পযোগী নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে যাদের জমি কম তাদের জন্য সুবিধা বাড়ানো এবং নিয়ম আরো সহজ করা প্রয়োজন। গ্রামে এবং ছোট শহরের সকল সরকারী, বেসরকারী ব্যাংক এবং বেসরকারী সংগঠনগুলোতে কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের অনেক কৃষক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নয়। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি বা কার্যক্রমে তাদের অভিজ্ঞতা না থাকায়, তারা এসব প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ বা যে কোন ধরনের কার্যক্রমে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কৃষকদের সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কৃষকদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ, সহযোগিতাপূর্ণ ও সেবার মানসিকতা সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরি।

বিকল্প চাষে কৃষকদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে এনসিসি ব্যাংকের পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। এনসিসি ব্যাংক দোয়েল এগ্রো ইন্ডাস্টিজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ভূট্টা উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাত করনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। দোয়েল এগ্রো ঐ এলাকার চাষীদের ভূট্টা চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে ঐ এলাকার অনেক তামাক চাষী তামাক চাষ বাদ দিয়ে ভূট্টা উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ঐ এলাকার কৃষকরা ব্যাপকভাবে তামাকের পরিবর্তে ভূট্টার চাষ করছে। এনসিসি ব্যাংক পাটগ্রামের কৃষকদের সুবিধার্থে সরাসরি ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি শাখা অফিস খুলেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ কৃষক ভূট্টা চাষ শুরু করেছে। বর্তমানে পাটগ্রামে প্রতি বছর প্রচুর ভূট্টা উৎপাদন হয়। এ সকল ভূটা হতে পশুখাদ্য তৈরির লক্ষ্যে দোয়েল ইন্ড্রাষ্টিজ

সরাসরি চাষীদের থেকে তা ক্রয় করে থাকে। পাটগ্রামে উৎপাদিত ভূটার আমদানী করা ভূটার চেয়ে অনেক ভাল এবং বাজারে চাহিদাও রয়েছে। কৃষি ঋণ সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত ফসলের বাজার নিশ্চিত থাকার ফলে প্রচুর কৃষক তামাকের বদলে ভূট্টা চাষ করেছে।

সবজির উচ্ছিষ্ঠ জমিতে জৈব সার ও গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তামাক চাষ হতে এদুটোর কোনটাই সম্ভব নয়। সবজি চাষী যারা ধান চাষ করে থাকে তারা ধানের খড়ও গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু তামাক চাষীদের ধানের খড় তামাক শুকানোর কাজে ব্যবহার করতে হয়।

বিকল্প চাষের উৎসাহে কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকতাদের ভূমিকা:
তামাক কোম্পানীর কর্মকর্তারা আন্তরিকভাবে চাষীদের তামাক চাষের বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকে। বীজতলা তৈরী থেকে পাতা শুকানো পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ে কিভাবে কাজ করতে হয় এ বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। রেজিষ্টার্ডবিহীন চাষীরা রেজিষ্টার্ড চাষীদের কাজ থেকে তামাক চাষের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জেনে থাকে। তামাক কোম্পানী কর্তৃক রেজিস্টার্ড চাষীদের বিনামূল্যেও আন্তরিকভাবে এ ধরনের সহযোগিতায় তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে এ ধরনের প্রশিক্ষণ বা সহযোগিতা সহজে পাওয়া যায় না বলে অনেক কৃষকের অভিযোগ রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারন বিভাগ কৃষি কাজে সহায়তা প্রদানকারী সরকারী একটি সংস্থা। উল্লেখ্য যে, এ বিভাগ সকল চাষে সহযোগিতা প্রদান করলেও তামাক চাষে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে না। ব্রিটিশ শাসন আমল থেকেই কৃষি সম্প্রসারন কেন্দ্র এ সেবা প্রদান করে আসছে। সংস্থাটির মূল কাজ কৃষকদের উন্নত চাষ ওহয়। এ সকল ভূটা হতে পশুখাদ্য তৈরির লক্ষ্যে দোয়েল ইন্ড্রাষ্টিজ সরাসরি চাষীদের থেকে তা ক্রয় করে থাকে। পাটগ্রামে উৎপাদিত ভূট্টার মান আমদানী করা ভূটার চেয়ে অনেক ভাল এবং বাজারে চাহিদাও রয়েছে। বীজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। চাষীদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে হতে জানা যায়, পূর্বে কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করত এবং স্বল্প দামে বীজ সুবিধা প্রদান করত। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তাদের উপস্থিতির হার খুবই কম।

১৯৯৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় নতুন একটি কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারেনি। কোন কোন কৃষক অভিযোগ করে বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকতারা গ্রামে কখনও আসে না, প্রয়োজনের তাদেরই কৃষি অফিসে যেতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি কর্মকর্তার সংখ্যা কম থাকায় কর্মকর্তাদের পক্ষেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্র্যাক, প্রশিকা, স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ, রংপুর, দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস এবং উবেনীগ এর মতো কিছু সংগঠন কৃষি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নয়া কৃষি আন্দোলন উবেনীগ এর একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে, দেশীয় বীজ ব্যবহার এবং রাসায়নিক সার ছাড়া ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

বর্তমানে কয়েকটি বেসরকারী সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরাসরি মাঠে যায়। তবে সকল স্থানে বেসরকারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এ ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু সমঝোতা বা সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কারণে স্থানীয় প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কৃষি সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে না। কৃষি সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে এগুলো কাটানো সম্ভব হলে কৃষকদের পাশাপাশি সারা দেশের মানুষ সুবিধা পাবে।

তামাক চাষ এবং পুষ্টি সমস্যা:
একসাথে অনেক অর্থ পাওয়ার কারণে কৃষকরা খাদ্য শষ্য যেমন- ধান, ডাল, শাক-সব্জি উৎপাদন বাদ দিয়ে তামাক চাষে মনোনিবেশ করছে। কিন্তু তামাক চাষের অর্থনৈতিক সুবিধার অন্তরালে রয়েছে অনেক অসুবিধা । আর এ সকল অসুবিধার একটি হল অপুষ্টি। বিস্ময়ের বিষয় হলেও সত্যি যে, তামাক চাষ ও অপুষ্টির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত জমিকেই কৃষকরা তামাক চাষের জন্য ব্যবহার করে। ফলে এ সকল জমিতে সব্জি বা অন্য খাদ্য শষ্য চাষ করতে পারে না। তাছাড়া তামাক চাষ করার জন্য প্রচুর পরিমানে শ্রম, শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে তামাক চাষের পাশাপাশি অন্য কোন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাতা শুকানোর মৌসুমে দৈনন্দিন অন্যান্য কাজগুলো করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এত পরিশ্রম করে তামাক কোম্পানীর সকল ঋণ ফেরত দেবার পর সংসার চালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ চাষীদের হাতে থাকে না।

তামাক শুকানোর কাজে জ্বালানী হিসাবে প্রচুর পরিমানে কাঠের প্রয়োজন হয়। ফলে তামাক চাষের এলাকাসমূহে দেখা যায়, কাঠ না থাকলে চাষীরা তাদের ফলবান গাছ কেটে তামাক শুকায়।

তামাক চাষে সম্পৃক্ত হবার পূর্বে কিছু চাষী খাদ্যশষ্য উৎপাদন করতো সে সময় তাদের বাড়ীর পিছনে একটা করে ছোট সব্জি বাগান থাকতো। কিন্তু বর্তমানে তামাক চাষে পরিবারের সবার অতিরিক্ত সময় এবং শ্রম দেবার পর সব্জি চাষের জন্য বাড়তি সময় ও সুযোগ তারা পায় না। ফলে তামাক চাষীদের বাড়ীর আশেপাশে ছোট ছোট সব্জি বাগানও দেখা যায় না।

কিছু কিছু এলাকায় চাষীরা খড়/বিছালীকে তামাক শুকানোর কাজে ব্যবহার করে। খড়/বিছালীকে তামাক শুকানোর কাজে ব্যবহার করায় এ সকল এলাকায় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। তামাক চাষের এলাকা পরিদর্শনকালে কৃষকরা গবেষকদের জানায় গরু না থাকার কারণে তারা তাদের শিশুদের ঠিক মতো দুধ খাওয়াতে পারে না।

সখিনা (৩০), তিনটি স্কুলগামী শিশু সন্তানের মা। পাঁচ বছর যাবত তারা তামাক চাষ করছে। আগে তারা বোরো ধান, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন এবং অন্যান্য মৌসুমী সব্জি চাষ করতো। যদিও তারা খাদ্যশষ্য চাষ করতো তাদের নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য। তথাপি চাহিদা মেটানোর পরও তাদের কিছু শষ্য উদ্বৃত্ত থাকতো, যা তারা বাজারে বিক্রি করতে পারতো। ফলে তারা তাদের দৈনন্দিন আহারের নানাবিধ ব্যয় বহন করতে পারতো।

পরবর্তীতে তারা যখন তামাক চাষে সম্পৃক্ত হয় তাদের পরিবারের ভরণপোষনে পর্যাপ্ত খাদ্য ক্রয়ের জন্য তামাক চাষ থেকে তারা যথেষ্ট পরিমানে টাকা আয় করতে

পারতো না। শষ্য সংগ্রহ মৌসুমে সে, তার স্বামী এবং তিন সন্তান সকলেই মাঠে কাজ করতো। শ্রমিক ভাড়া করার মতো তাদের কাছে পযন্ত টাকা ছিল না সুতরাং সে সময়ে তাদের শিশুদের স্কুল কামাই করে মাঠে কাজ করতে হতো। সখিনা নিজেও সারাদিন মাঠে কঠোর পরিশ্রম করতো। সখিনা বলেন, "আমার রান্না করার সময় এবং শক্তি নাই। গত রাতে আমরা শুধু ভাত, লবণ, পানি এবং শুকনা মরিচ দিয়ে খেয়েছি।"

বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি বড় সমস্যা। ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্‌থ সার্ভে ২০০৪ এ দেখা যায় দেশের ৪৩ ভাগ খাটো এবং ৪৮ ভাগ কম ওজনের শিশু রয়েছে (৫বছরের নিচে যাদের বয়স)। এছাড়াও গ্রামে বসবাসকারী ৩৭ ভাগ এবং শহরের ২৫ ভাগ নারী অপুষ্টির শিকার[৬]। সাধারণত বাংলাদেশীরা ভাতের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশীদের ক্যালরীর ৭০ শতাংশ আসে ভাত হতে। ভাতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান যেমন চর্বি, মিনারেল, প্রোটিনের ঘাটতি তৈরী হয়। এ দেশের মহিলা ও শিশুরা এ ধরনের ঘাটতির বড় শিকার হচ্ছে। ভাতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা ছাড়াও ঠিকমত না খাওয়ার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন- দেশে সঠিক পরিমানে খাদ্য উৎপাদন হয় না (সব্জি, ডাল, ফল, মাংস, দুধ, ডিম)। অনেক স্থানে আয় কম, ভাত খাবার অভ্যাস বেশী এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ইফরইমাসন ও আহমেদ এর এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের দরিদ্র ব্যক্তিরা তামাকের পরিবর্তে খাদ্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করলে পুষ্টি ঘাটতি অনেকাংশে পুরণ করা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশের মূল কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে তামাকের খুব একটা ভূমিকা নেই। কৃষির জন্য যে পরিমাণ জমি আছে তার মাত্র ০.৪ % তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অর্থ ৭৫,০০০ (পচাঁত্তর হাজার) একর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে। যদি এ জমিতে খাদ্য শষ্য উৎপাদন করা হয় তবে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি অনেকাংশে কমানো

সম্ভব হবে। সয়াবিন, টমাটো, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, ভূট্টা, ঢেড়স, কাচাঁমরিচ ইত্যাদি বিকল্প ফসলের চাষও করা যেতে পারে। শুধু খাদ্য শষ্য নয় এসকল স্থানে ফল, ফুল এবং তুলাও চাষ করা সম্ভব।

চাষের ক্ষেত্রে বীজ একটি বড় সমস্যা। ভাল বীজের অভাবে কৃষকদের প্রায় সব সময়ই ভুগতে হয়। হাইব্রীড বীজের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রেই বীজ সংগ্রহ করতে পারে না। অপর দিকে টাকার অভাবে কৃষকরা অনেক সময় বাজার হতে বীজ কিনতেও পারে না। আগে কৃষকরা বীজতলা তৈরি করতো অথবা উৎপাদিত ফসল হতে বীজ সংগ্রহ করতো। কিন্তু বর্তমানে হাইব্রীজ বীজের প্রচারণা, বাজার নির্ভরতা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সরকারী সহযোগিতা অভাব, নিজেদের সংগৃহীত বীজ নাই বললেই চলে। কিন্তু যদি বীজ সংগ্রহের বিষয়ে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনা যায় তবে কৃষকদের অবস্থা আরো ভাল হবে এবং বড় কোম্পানীর উপর ওদের নির্ভরশীলতা কমে আসবে। - শহীদুল ইসলাম, উন্নয়নকর্মী

বিকল্প ফসল উৎপাদন সচেতনতা বৃদ্ধি

তামাকের বিকল্প চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। বাংলাদেশের অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে বিকল্প চাষ করে কৃষকরা ব্যাপকভাবে লাভবান হচ্ছে। কিছু এলাকায় তামাক চাষীরা এখন তামাক চাষ বাদ দিয়ে ভূট্টা, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সব্জি চাষ করছে এবং বিকল্প চাষে সফলতা পেয়েছে। মেহেরপুরের গাংনী থানার সাহারবাটি এমনি একটি গ্রাম। এ গ্রামের অধিবাসীরা তামাক চাষ বাদ দিয়ে সব্জি চাষের মাধ্যমে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে ।

২৭ জানুয়ারী ২০০৮ এ "সংবাদ" পত্রিকায় " মেহেরপুরের মানুষের স্বপ্ন নীলচাষের পথ ধরে একদিন তামাক চাষও বিলুপ্ত হবে বাংলাদেশ থেকে" শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় " সাহারবাটিসহ সমগ্র মেহেরপুরের মানুষ এখন স্বপ্ন দেখছে নীল চাষের পথ ধরে একদিন তামাক চাষও বিলুপ্ত হব। সীমান্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কথা হয় সাহারবাটি গ্রামের আনোয়ার হোসেনের পুত্র

তরুণ কৃষক মোনসাধ আলীর সঙ্গে। জানালেন বাবা ও বড় ভাইদের সঙ্গে তিনিও কৃষি কাজ করেন। বাবার প্রায় ২৪/২৫ বিঘা জমি রয়েছে। এ বছর কপি আর আলু চাষ করেছেন। এরপর ধান চাষ করবেন। প্রায় ১৫ বছর আগে তাদের জমিতেও তামাক চাষ করত। তবে আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় এখন শুধু সবজী বা অন্যান্য রবিশস্য চাষ করে। একই এলাকার পঞ্চাশোর্ধ চাষী মোঃ মনসুর মন্ডলের কৃষির জমির পরিমান প্রায় ৫ বিঘা। তিনি বললেন, "তামাক কোম্পানীর লোভে পড়ে তামাক চাষ করেছিলাম তবে এখন শুধু সবজি, ধান, ভুট্টা, ইত্যাদি চাষ করি। কারণ জমির জান থাকেনা। নিজের জীবন ও থাকেনা"। তিনি আরও জানান, সার শ্রম খরচ সবকিছু বেশী লাগে তামাক চাষ করতে। সেই তুলনায় লাভ হয়না।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় "ভোফাজ্জল হোসেন বললেন তামাক চাষের ক্ষতির কোন শেষ নেই। প্রায় ৫/৭ বছর আগে আমার ১০ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করতাম। ফলন্ত কাঁঠাল গাছ কেটেও তামাক জ্বালিয়েছি। শরীর হাত, পা মুখ সব পোড়া কয়লার মত কালো রং হয়ে যায়। যা সামান্য লাভ হতো ওষুধ কিনতে শেষ হয়ে যেত। সেসব দেখে বুঝে তামাক চাষ ছেড়ে দিয়েছি। প্রায় ১০ বিঘা জমি রয়েছে। এ বছর ফুলকপি উঠে গেছে আলু লাগিয়েছি। এরপর বিনা সারেই আউস ধান অথবা পাট চাষ করা যাবে। যা লাভ হয় আমার পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে ভালই আছি। সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। আগের মত রোগ শোকও নেই।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় সাহারবাটিতে প্রচুর তামাক চাষ হতো। তবে ইতিমধ্যেই কৃষি জমিতে তামাক উৎপাদনের শর্ত কোম্পানীগুলোর দেয়া সব লোভনীয় প্রস্তাবককে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাপ দাদার আদি পেশা ধান, পাট সবজি চাষে ফিরতে শুরু করেছে এ অঞ্চলের কৃষকরা। ১৯৮৩ সালে এক ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট বিভাগে পড়াশুনা শেষে গ্রামে ফিরে পরীক্ষামূলকভাবে তামাকের পরিবর্তে তরমুজ চাষ শুরু করে এবং স্থানীয় মানুষকে তামাক চাষ না করার জন্য উৎসাহিত করে। তখন মানুষজন চাষের বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাকে প্রথমে পাগল বলে অভিহিত করে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন দেখলো এ ব্যক্তি তরমুজ চাষ করে লাভবান হচ্ছে, তারাও তাকে অনুসরণ করতে থাকে এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে শুরু করে।

বর্তমানে ঐ গ্রামের প্রায় সকলেই এখন তামাক চাষ বাদ দিয়েছে। এখন ঐ এলাকার কৃষকরা ফুলকপি, বাধাকপি, শাক, গম, ভুট্টা, আখ, মরিচ, আলু, রসুন, পেয়াজ, করলা এবং অন্যান্য সব্জি চাষ করছে।

সব্জি বিক্রির ক্ষেত্রে প্রথমে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসল মহাজনদের কাছে বিক্রি করতো। কিন্তু মহাজনের নিকট আশানুরূপ দাম না পাওয়ার কারণে তারা নিজেরা শহরে গিয়ে ফসল বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বড় শহরে তারা তাদের ফসল নিয়ে গেছে। কোন কোন সময় ওদের উৎপন্ন ফসলের দাম এত কম ছিল যে ওরা ওদের উৎপন্ন ফসল রাস্তার পাশে ফেলে চলে গেছে। ফলে ওদের পরিবহন খরচ ও লোকসান হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থা নেই তারা মোবাইলের সাহায্যে বাজার যাচাই এবং যেখানে মূল্য বেশী সেখানে বিক্রি করছে।

সাহারবাটির উন্নয়ন আমরা নিজের চোখে দেখেছি। প্রায় প্রতিটি বাসার সামনে সব্জি বাগান রয়েছে, যা অন্যান্য এলাকায় চোখে পড়েনি। এছাড়া প্রতিটি বাড়ীতেই স্বাস্থ্যবান গবাদি পশু এবং হাস-মুরগী রয়েছে। আশে পাশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে ঐ এলাকায় গরুগুলো একটু বেশী মোটাতাজা। এই এলাকার বেশীরভাগ মানুষ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। এলাকাবাসীরা গর্ব করে বলে যেহেতু তাদের পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ রয়েছে তাই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নেই। সারাদিন কাজ করার পরও মানুষ বেশ অবসর পায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করার জন্য। পাশের তামাক চাষের গ্রাম অপেক্ষা তাদের গ্রামটি উন্নত বলে তাদের গর্ব রয়েছে। সাহারবাটির এক কৃষক বলেন- আমি তামাকচাষ এলাকায় বিয়ে করছি, কিন্তু তামাক চাষের কারণে তাদের অবস্থা এত খারাপ যে, যখন শশুর বাড়ি যাই ওরা আমাকে ঠিকমত যত্ন করতে পারে না। - সৈয়দা অনন্যা রহমান, গবেষক

সাহারবাটি এলাকায় জমির মালিকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় এক সময় এ এলাকার যে সকল চাষী অন্যের জমি বর্গা নিয়ে তামাক চাষ করতো এখন সবজি চাষের ফলে তাদের হাতে অনেক নগদ অর্থ থাকছে। সবজি চাষের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, কম শ্রম ও সার ব্যবহার করতে হয়। অনেক সবজি আছে তিন মাসে হয়। কিছু শাক মাত্র দুই সপ্তাহে উৎপাদন হয়। কিন্তু তামাক চাষ করতে ছয় মাস লাগে। ফলে একবার তামাক চাষের চেয়ে বার বার সবজি চাষ করলে লাভের মাত্রা অনেক বেশি থাকে এবং স্বল্প সময়ে কম পরিশ্রমে বেশী নগদ অর্থ পাওয়া যায়। এছাড়া একই জমিতে একই সময়ে একাধিক সবজিও চাষ করা সম্ভব হয়। ফলে যে সকল কৃষক আগে গরীব ছিল তাদের হাতে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা থাকে। তামাক চাষের জন্য সকল চাষীদের প্রতিবছর ঋণ নিতে হলেও, সবজি চাষীদের ঋণ নিতে হচ্ছে না। তারা জানায়, বীজ ও সারের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও পেয়ে থাকে।

অন্য এলাকা হতে সাহারবাটি এলাকার বড় সুবিধা হলো, তাদের নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অনেক এলাকায় কৃষকদের নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা নেই। ফসল বিক্রির জন্য তাদের অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। অনেক কৃষক বহু বছর ধরে তামাক চাষ করছে, তারা শুনেছে একবার তামাক চাষ করার ফলে এ জমিতে

অন্য কোন ফসল ভাল ফসল হবে না। কিন্তু যখন তারা কিছু কৃষককে কম পরিশ্রমে সবজি চাষ করে লাভবান হতে দেখলো তারাও সবজি উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠল। সবজি চাষীদের জমির উর্ব্বরতা শক্তি দেখে প্রথমে তারা খুবই অবাক হয়েছিল।

আব্দুল সালাম একজন ভূমিহীন চাষী সে পূর্বে তামাক চাষ করতো। কিন্তু বর্তমানে সব্জি চাষে নিয়োজিত রয়েছে। সে সব্জি চাষের জন্য ৪০ ডেসিমেন্ট (১০০ ডেসিমেন্ট সমান ১ একর) জমি ভাড়া (বর্গা) নিয়েছে। সেখানে সে বেগুন চাষ করে। সার, বীজ, ভাড়া সবসহ তার মোট খরচ হয়েছে ১২ হাজার টাকা। প্রতি সপ্তাহে সে বেগুন বিক্রি করে আয় করে ১৫ শত টাকা। মাসে তার আয় ৬ হাজার টাকা। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন এবং সে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বেগুন চাষ করে সে তার পরিবারের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম।

যখন সে তামাক চাষ করতো, বাইরে থেকে ধার করতে হতো সে এবং তার পরিবারে অন্যান্য সদস্যদেরও তামাক চাষে প্রচুর শ্রম দিতে হতো। এত শ্রম দেবার পরও তাদের সবসময় অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে থাকতে হতো। বেগুন চাষের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে, যখন তার টাকা প্রয়োজন সচরাচর সারা মৌসুমেইসে বেগুন বিক্রয় করে সহজেই তা উপার্জন করতে পারছে। তামাক চাষের ক্ষেত্রে মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কোন কারণে যদি তার এক হাজার টাকার প্রয়োজন হয় সহজেই সে তার ক্ষেত থেকে বেগুন সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহ করতে পারবে। আর তামাকের ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে তাকে অন্যের কাছ থেকে ধার করতে হবে।

- হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, গবেষক

কয়েকটি এলাকায় দেখা গেছে কিছু সংখ্যক কৃষক বিকল্প ফসল উৎপাদনের লাভের বিষয়টি অনুধাবন করে সবজি চাষ শুরু করে। অন্য কৃষকরা তাদের অনুকরণে সবজি চাষ শুরু করলে একই ফসল অধিক হারে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ এলাকায় ফসলের দাম হ্রাস পেতে থাকে। কেননা ঐ এলাকার চাহিদা মেটানোর পরবর্তী সময়ে উদ্বৃত্ত ফসল বাইরে বিক্রির জন্য তাদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, তামাক চাষ করার কারণ হচ্ছে কোম্পানীগুলোর প্রলব্ধকর কার্যক্রম এবং বিকল্প ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত না থাকা। বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদান করা হলে কৃষকদের তামাক চাষে উৎসাহী করা সম্ভব হবে।

Department of Agriculture Extention (DAE) ডিএইর কিছু কার্যক্রম রয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। যার মধ্যে Agriculture Diversification and intensification, Development of Existing Horticulture Center at Chittagong Hill Tracts and Cox`s Bazar Regions, North West Crop Diversification Project, Integrated Horticulture and Nutritio Develoment Project, Crop Diversification Programme and Integrated Maiza Promotion Porject উল্লেখযোগ্য।

১৯৮০ সালে DAE বাড়ীতে বাড়ীতে বাগান করার লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে। মূলত এ কার্যক্রমের দুটি লক্ষ্য ছিল। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং তাদের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি। যদি এ প্রকল্প ঠিক মতো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। তাহলে তামাকের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে অনেক চাষীই তামাকের পরিবর্তে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের উৎসাহী হবে।

যেহেতু অনেকে চিন্তা করে তামাক চাষ লাভজনক তাই তারা তামাক চাষ করতে চায়। প্রাথমিক অবস্থায় সুবিধা দেখার পর তামাক চাষীরা অন্য চাষের দিকে যেতে চায় না। এর কারণ হতাশা, অন্য চাষ সম্পর্কে ধারণা না থাকা, এবং বাজারজাতকরনের সমস্যা। তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করে। অনেক এলাকায় দেখা যায় কিছু লোক তামাক চাষ করে লাভবান হচ্ছে, এ দেখে অন্যান্য আরো অনেকে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। বিকল্প ফসল উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা

প্রয়োজন। যেমন স্কুল, মসজিদ বা অন্য জনসমাগমস্থলের সামনে খোলা জায়গায় সবজির বাগান করে ভাল প্রদর্শনী খামার তৈরি করা সম্ভব। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র জনসাধারণকে সবজি চাষে উৎসাহী করা যেতে পারে।

তামাক চাষ হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু সমন্বতি কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেমন ইকোস্যানিটেশন। ইকোস্যানিটেশন কৃষি ও স্যানিটেশনের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। ইকোস্যানিটেশন পদ্ধতিতে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ উচ্ছিষ্ট মল-মূত্র ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। কৃষি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করা হলে, ডায়ারিয়া জনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং স্বল্প আয়ের লোকেরা ভাল জৈব সার পাবে। স্বল্প খরচে প্রয়োজনীয় জৈব সার পেলে তাদের চাষ বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় এবং সারের খরচ হ্রাস পাবে। এছাড়া রাসায়নিক সার এর ব্যবহার না করার ফলে পরিবেশ আরো ভাল হবে। দারিদ্রতা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কার্যরত সংগঠনগুলো এ ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে পারে, যার ফলে দারিদ্রতা ও রোগ কমে আসবে।

সুপারিশঃ

বাংলাদেশে কিছু অঞ্চলে তামাক চাষের বৃদ্ধি আশংকাজনক। তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কোম্পানিগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা, বিকল্প ফসলের চাষ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা এবং তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অসচেতন থাকার ফলে তামাক চাষ এ সকল এলাকায় আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করতে পারে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এ তামাক এর বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। তামাক চাষের বিকল্প ফসল উৎপাদনে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হলে অনেক কৃষক তামাক চাষ বন্ধ করে বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হবে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তামাক চাষীরা জানায় বিকল্প ফসলে উৎসাহী করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কৃষকদের সার এবং বীজের মতো প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণগুলোর সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষকরা যাতে পশুপাখি, সবজির বর্জ্য এবং ইকোস্যানিটেশন ব্যবস্থার

মাধ্যমে নিজেরা সার তৈরি করতে পারে এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষন ও অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইকোস্যানিটেশন ব্যবস্থা কৃষকদের সারের খরচ বহুলাংশে হ্রাস করবে। পাশাপাশি যে সকল দরিদ্র জনগন অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য নানাবিধ রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে ইকোস্যানিটেশনের মাধ্যমে এ সকল দরিদ্র জনসাধারন কৃষি জমির জন্য সারের পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা পাবে। ঐতিহ্যগত কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকেরা অনেক খরচ হ্রাস করতে পারবে। কৃষকরা নিজেরা বীজ সংরক্ষনের ফলে নিয়মিত বীজ প্রাপ্তির সমস্যা, হাইব্রীড বীজের উপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

ফসল উৎপাদনে সহযোগিতার পাশাপাশি কৃষকদের সময় মতো উৎপাদিত ফসল বিক্রি এবং প্রয়োজনে কোল্ড স্টোরেজে দ্রব্য সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল স্টোরেজ করার সময় পেলে নিজেরা বাজার দেখে ফসল বিক্রি করতে পারবে। এছাড়া কৃষকরা যাতে সহজে ও কম খরচে পরিবহনের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল তাদের পছন্দ মতো বাজারে বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করা জরুরী। নিজেদের এলাকায় চলাচলের জন্য পরিবহন হিসাবে কৃষকদের সাইকেল ও রিকশা ক্রয়ের জন্য ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য শষ্য ও অর্থকরী ফসলের প্রদর্শনী খামার কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহী করার পাশাপাশি তামাক চাষে নিৎসাহিত করবে। এ ধরনের প্রদর্শনী খামার স্কুল, মসজিদ বা হাসপাতালের মতো পাবলিক প্লেসের সামনে করা যেতে পারে। এ সকল প্রদর্শনী খামার হতে উৎপাদিত ফসল স্কুলের শিশু এবং অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ কিছুটা হলেও তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

- স্বল্প আয়ের কৃষকদের ঋণ সহযোগিতা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
- তামাক চাষের বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।
- বীজ সংরক্ষণ এবং সার তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বাজারজাতকরন ও কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
- জ্বালানিমুক্ত যানবাহনের লক্ষ্যে ঋণ সহযোগিতা প্রদান।
- প্রদর্শনী খামার তৈরিতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান এবং দরিদ্রদের মধ্যে খামার থেকে উৎপন্ন সকল ফসল বিতরণ।
- তামাকের বিকল্প চাষে কৃষকদের উৎসাহী করা।

দেশের খাদ্য শষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে মানুষের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। বিগত দিন থেকে শিক্ষা লাভ করে কৃষি সেবা উন্নত করা সম্ভব হলে তামাক চাষের এলাকার জনগণ অনেক লাভবান হবে। তামাক চাষের পরির্বতে বিকল্প ফসল উৎপাদনে কৃষি সহযোগিতা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে শুধু তামাক চাষের এলাকার কৃষকরাই নয়, পাশাপাশি সারা দেশের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র কৃষকরাও অনেকাংশে লাভবান হবে।

তথ্যসূত্র

এ প্রতিবেদনের মূল তথ্য ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এবং হেলথ ব্রিজের Addressing Tobacco and Povery in Bangladesh, Research and Recommendation on Agriculture and Tax প্রতিবেদন হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

Tobacco and Poverty, Observations from India and Bangladesh. Health Bridge (Formerly PATH Canada, Dhaka, October 2002)

Firdousi Naher, AMR Chowdhury, To Product or not to produce: Tacking the Tobacco dilemma, BRAC, 2002

Therese Blanchet, Social Anthropologist, Child Work in the bidi industry, Bangladesh UNICEF, Dhaka, March 2000

Ratan Deb and Aminul Islam Sujon, WBB Trust, Tobacco and Poverty, Observation from India and Bangladesh, PATH Canada, July 2003

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). 1998. Foreign Trade Statistics of Bangladesh 1997-1998.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). 2003. Report of the Household Income and Expenditure Survey 2000, Government of Bangladesh, Ministry of Planning, Dhaka.

Blanchet, T. 2000. Child Work in the Bidi Industry. Report presented to UNICEF, Dhaka.

Campaign for Tobacco Free Kids. 2001. Golden Leaf, Barren Harvest, Inkworks Press, Washington.

Deb, R and A I Sujon. 2002. "Tobacco farmers in Bangladesh: Exploitation at the hand of the tobacco companies" in Efroymson, D, ed. Tobacco and Poverty, Observations from India and Bangladesh. PATH Canada, Dhaka.

Efroymson, D, S Ahmed, J Townsend, et al. 2001. "Hungry for Tobacco: An analysis of the economic impact of tobacco on the poor in Bangladesh." Tobacco Control 10:212-217.

Efroymson, D and M Rahman. 2005. Transportation Policy for Poverty Reduction and Social Equity. WBB Trust and Roads for People, Dhaka.

Farmer, P. 2005. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. University of California Press, Berkeley.

Geist, HJ 1999. "Global Assessment of Deforestation Related to Tobacco Farming", Tobacco Control 8:18-28.GTZ, www.gtz.de/ecosan

Jha, P and F Chaloupka (eds). 2000. Tobacco Control in Developing Countries, Oxford University Press, New York.

Kaur, S. 2002. Tobacco Cultivation in India: Time to Search for Alternatives in Debra Efroymson (ed.), 'Tobacco and Poverty: Observations from India and Bangladesh', PATH Canada.

Naher, F and AMR Chowdhury. 2002. To Produce or not to Produce: Tackling the Tobacco Dilemma, Research Monograph Series No. 23, Research and Evaluation Division, BRAC, Dhaka.

Naher, F and AMR Chowdhury. 2002. To Produce or not to Produce: Tackling the Tobacco Dilemma, Research Monograph Series No. 23, Research and Evaluation Division, BRAC, Dhaka.

National Institute of Population Research and Training (NIPORT). 2005. Bangladesh Demographic and Health Survey 2004, Dhaka: NIPORT, Mitra and Associates and ORC Macro (Maryland).

Schlosser, E. 2002. Fast Food Nation. Perennial (Harper Collins), USA.

WHO. 2005. Impact of Tobacco-related Illnesses in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh.

২৬ ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে "দৈনিক আজাদী" পত্রিকার "বান্দরবানে তামাক চাষ আবারো বেড়েছে। কৃষি পন্যের আকাল " শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন

২৭ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে "সংবাদ" পত্রিকায় মেহেরপুরের মানুষের স্বপ্ন নীলচাষের পথ ধরে একদিন তামাক চাষও বিলুপ্ত হবে বাংলাদেশ থেকে" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন

১ মার্চ ২০০৮ তারিখে " প্রথম আলো" পত্রিকায় "রংপুরে তামাক হটিয়ে বোরোর চাষ বাড়ছে" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকাশনাসমূহ

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয় (বাংলা এবং ইংরেজী)
২. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - জনগণের প্রত্যাশা (বাংলা)
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা (বাংলা এবং ইংরেজী)
৪. দারিদ্রতা এবং তামাক (বাংলা এবং ইংরেজী)
৫. বিএটি'র ইয়ুথ স্মোকিং প্রিভেনশন ক্যাম্পেইন -এর আসল উদ্দেশ্য কি? গবেষনা ও বিশ্লেষন (বাংলা এবং ইংরেজী)
৬. জানুন- কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করবেন (বাংলা)
৭. ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি, কেন এবং করণীয় (বাংলা)
৮. প্রথম জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালার প্রতিবেদন (বাংলা)
৯. তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি ঃ রাজস্ব এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি কার্যকর উপায় (বাংলা)
১০. Addressing Tobacco and Povery in Bangladesh: Research and Recommendation on Agriculture and Tax
১১. তামাক চাষ এবং দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা (বাংলা)
১২. আমাদের পরিবেশ আমরাই বাঁচাবো (বাংলা)
১৩. নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের গুরুত্ব (বাংলা)
১৪. পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনার এক বছর পর - সাফল্য, প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয় (বাংলা)
১৫. পলিথিন ও প্লাষ্টিকে বন্দী জীবন - চাই মুক্তি, চাই পরিত্রাণ (বাংলা)
১৬. প্লাষ্টিকের ছোবল ঃ বিপন্ন প্রকৃতি (বাংলা)
১৭. পলিথিন ব্যাগ ঃ পরিবেশ স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির উপর প্রভাব শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন (বাংলা)
১৮. শব্দদূষণ- জনসচেতনতা এবং করণীয় (বাংলা এবং ইংরেজী)
১৯. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ- আমাদের করণীয় (বাংলা)
২০. শব্দ দূষণ ঃ বিপর্যস্ত জনজীবন ও আমাদের করণীয় (বাংলা)
২১. দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সমতা বিধানে পরিবহন পরিকল্পনা (বাংলা এবং ইংরেজী)
২২. ঢাকার যাতায়াত ব্যাবস্থা ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত (বাংলা এবং ইংরেজী)
২৩. ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ ঃ মিরপুর রোডের বাস্তবতা (বাংলা এবং ইংরেজী)
২৪. ঢাকা শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাইকেলের ব্যবহার
২৫. হাঁটার অধিকার সার্বজনীন মানবাধিকার (বাংলা)
২৬. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়ণে পুরুষের করণীয়
২৭. গৃহস্থালী কাজে মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান
২৮. Efficient use of Road Space and Maximization of Door-to-Door Mobility: Suggestions for Improvements in Dhaka Report (বাংলা এবং ইংরেজী)
২৯. Rickshaw Bans in Dhaka City: An Overview of the Arguments for and Against (ইংরেজী)
৩০. Dhaka Urban Transport Project's after Project Report: A Critical Review (ইংরেজী)
৩১. Dhaka Strategic Transport Plan (Stp): A Critical Review (ইংরেজী)
৩২. Promoting male responsibility for gender equality (ইংরেজী)
৩৩. The economic contribution of woman in Bangladesh, through their unpaid labour (ইংরেজী)
৩৪. Ecocity Planning: Images and Ideas
৩৫. টেলিভিশনের নেতিবাচক প্রভাব ও আমাদের শিশু (বাংলা)
৩৬. জীবন এবং স্থাপত্য (বাংলা)
৩৭. পরিবেশ সচেতনতায় ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন। ব্যবহৃত পানির পুনঃব্যবহার পদ্ধতি। পানি পরিশোধন পদ্ধতি (বাংলা)
৩৮. মুখপত্র। দেশের জন্য